বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের একটি সমীক্ষা

বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনার ইতিহাসের সারণী নানারকম প্রতীকের সাহায্যে মনে রাখতে চেষ্টা কর।

১) **সৃষ্টি।** আদিপুস্তক ১-২, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন; সবকিছুই ছিল উত্তম। আদম ও হবা প্রথম নর ও নারী ঈশ্বরের সাথে সুখী সহভোগীতার আস্বাদ গ্রহণ করেছিল।

২) **আসল পাপ।** আদি পুস্তক ৩। সরীসৃপ রূপী শয়তান। আদম ও হবাকে প্রলোভিত করেছিল। তারা পাপে পতিত হবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর পাপের অভিশাপ নামিয়ে এনেছিল।

৩) **বন্যা।** আদি ৫-৯ মানুষের পাপ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ঈশ্বর তাদের বন্যা দ্বারা ধ্বংস করলেন কিন্তু নোহ ও তার পরিবারকে একটি বৃহৎ জাহাজের দ্বারা রক্ষা করেছিলেন।

৪) **বাইবেলের উচ্চস্তম্ভ** আদি ১১। মানুষ বহুগুণে বৃদ্ধি পেল এবং গর্বের নিদর্শন স্বরূপ উচু স্তম্ভ নির্মাণে রত হল। ঈশ্বর তাদের ভাষার ভেদ জন্মালেন এবং তার ফলে অনেক জাতীয় সৃষ্টি হল।

৫) **অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি।** আদি ১২ ও ১৫ অধ্যায় অব্রাহাম ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি তারই এক উত্তর সূরীর মাধ্যমে সমগ্র জাতীকে আশীর্বাদ করবেন।

৬) **মিশরীয় দাসত্ব।** যাত্রাপুস্তক ১-১৮ অধ্যায়। অব্রাহামের বংশধররা পিরামিডের দেশ মিশরে গেল এবং সেখানে তারা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল এবং যন্ত্রণাদায়ক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল।

৭) **নিস্তার পর্ব্বের মেষের রক্ত।** যাত্রা ১২-১৫ অধ্যায়। ঈশ্বর থেকে দণ্ড মহামারী মিশরীয় রাজাকে বাধ্য করেছিল ইস্রায়েলীয়দের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে। যে সমস্ত দরজায় রক্তের দাগ ছিলনা সেই সমস্ত গৃহের সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ঈশ্বরের দূত হত্যা করলেন। ঈশ্বর লোহিত সাগরকে বিভক্ত করলেন এবং মিশরীয় সৈন্যদের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়রা পলায়ণ করল।

৮) **ইস্রায়েলের নিয়ম কানুন।** যাত্রা ১৮-২০ অধ্যায়। ঈশ্বর সিনয় পর্বতের উপর মোশির হাতে আইনের প্রথম ফলকটি দিয়েছিলেন। ইস্রায়েলীয়রা তার অবাধ্য হবার ফলে ঈশ্বর তাদেরকে চল্লিশ বছর যাবত প্রান্তরে ঘুরালেন।

৯) **ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার।** যিহোশূর পুস্তক। যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয় সৈন্যবাহিনী প্রতিজ্ঞাত দেশ কনানকে অধিকার করেছিল, যা ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

১০) **বিচার কর্তৃগণের রাজত্ব, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ।** ইস্রায়েলীয়রা যখন ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন, তখন ঈশ্বর পরজাতীয় রাজাদেরকে পাঠালেন তাদের তাড়িত করার জন্য। যখন তারা অনুশোচিত এবং ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিল, তখন ঈশ্বর বিচারকর্তৃগণকে (সেই সমস্ত বীর যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা মান্যকারী ছিল) নিযুক্ত করেছিলেন তাদের মুক্ত করতে।

১১) **রাজাদের রাজত্ব।** ১ম ও ২য় শমূয়েল। পৌল, দায়ুদ এবং শলোমন ছিলেন প্রথম রাজা। তাঁরা ইস্রায়েলের শত্রুদের ধ্বংস করে ইস্রায়েলের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি করেছিলেন। ঈশ্বর দায়ুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তারই এক বংশধর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

১২) **রাজা শলোমনের মন্দির।** ১ রাজাবলী। ঈশ্বর সেই মন্দির নিজ উপস্থিতির দ্বারা আশির্বাদ করেছিলেন। যাজকেরা রক্ত বলিদানের দ্বারা লোকদের পাপ আচ্ছাদন করতেন।

১৩) **রাজ্যের বিভক্তিকরণ** ১ রাজাবলি ১২ অধ্যায়। ইস্রায়েলের ১২টি জাতির মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হল। ১০ টি জাতি মিলে উত্তর দিকে ইস্রায়েল রাজ্য এবং দুটি গোষ্ঠী মিলে দক্ষিণে যিহূদা রাজ্য তৈরী করেছিল। দুটি রাজ্যই দুর্বল এবং প্রতিমা পূজক হয়ে উঠেছিল।

১৪) **বন্দিত্ব।** ২ রাজাবলি ২৫ অধ্যায়। ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের দ্বারা বারবার লোকদের সাবধান করা সত্ত্বেও, তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিল। সেজন্য ঈশ্বর বিদেশীদের হাতে তাদের বন্দী হতে দিয়েছিলেন।

১৫) **পুণঃনির্মাণ।** ইষ্রা। ঈশ্বরের লোকেরা অনুশোচনা করার পর তিনি তাদের বন্দিত্ব থেকে ফিরিয়ে আনলেন। তারা যিরূশালেমের প্রাচীরের পুণঃনির্মান করল। এই সময়ের শেষ পুস্তকটি লিখেছিলেন মালাখী।

১৬) **বিদেশী শক্তির অধীন।** বহুশতক ধরে ইস্রায়েল পারস্য, সিরিয়া, গ্রীস এবং রোমীয় শাসনের অধীনে থেকে চড়া হারে কর দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময়ের ঘটনাসমূহ বাইবেলের লিপিবদ্ধ নেই।

১৭) **যীশুর জন্ম ও জীবন,** লূক। যীশু, দিয়াবল, যাবতীয় রোগ ও পাপসমূহের উপর আপন শক্তি বিস্তার করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের মনুষ্যধারী হতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি একটি আধ্যাত্মিক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যদিকে রোমকে রাজনৈতিক ভাবে রাজ্য শাসন করতে দিয়েছিলেন।

১৮) **ক্রুশারোপন,** লূক ২৩। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঈশ্বর নিন্দার অপরাধে যীশুকে গ্রেপ্তার করেছিল কারণ তিনি বলেছিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করেছিল এবং তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করার পর তাঁকে সমধিস্থ করা হয়েছিল।

১৯) **পুনঃরুত্থান।** লূক ২৪। তৃতীয় দিনে যীশু মৃত্যু থেকে পুণরুত্থিত হয়েছিলেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে এবং অনুতপ্ত হবে তিনি তাদের পুণরুত্থানের আশ্বাস দিয়েছেন। আর এই ভাবে শুরু হয়েছে নতুন নিয়মের যুগ।

২০) **পবিত্র আত্মার আগমন,** প্রেরিত ২। যীশু ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার পর আমাদের মধ্যে বাস করার জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন। যে সমস্ত বিশ্বাসীরা পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সবাই তাদের মাথার ওপর আগুনের ক্ষুদ্র শিখাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

২১) **বিশ্বাসের বিস্তার।** প্রেরিত। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে বিশ্বাসীরা সুসমাচার প্রচার করেছিল। যীশু যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি শস্যদানার মত তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যোহন নতুন নিয়মের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্য লিখেছিলেন। বহু বিশ্বাসী এ সময় সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন।

বাইবেলের সমস্ত পুস্তক লিখিত হবার পরের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ।

২২) **গীর্জা এবং রাজ্যের সংযুক্তিকরণ** (৩১১ খ্রীঃ)। রোমান রাজা কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরজাতীয়রা সত্য বিশ্বাস ছাড়াই গীর্জায় আসতে শুরু করেছিল।

২৩) **খ্রীষ্টান বিশ্বাসসূত্র** ভুল শিক্ষার মোকাবিলার জন্য সমস্ত বিশ্বাসীরা যা বিশ্বাস করে তা লেখা হয়েছিল। প্রেরিতদের বিশ্বাস সূত্র মূল সুসমাচারের বর্ণনা দিয়েছিল। নাইসিন বিশ্বাসসূত্র ত্রিত্ব সম্বন্ধে সঠিক সংজ্ঞা দিয়েছিল (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা)

২৪) **রোমীয় সাম্রাজ্যের শেষ কাল।** (৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতক) অবক্ষয়, বিভেদ এবং মন্দ সরকারের ফলে রোমীয় সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল। যার ফলে রোম তার যাবতীয় শক্তি হারিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছিল।

২৫) **রোমীয় বিশপের উত্থান।** রোমীয় গীর্জা সমস্ত গীর্জার উপর আধিপত্য দাবী করে এবং তারা রোমান ক্যাথলিক চার্চ সৃষ্টি করে। পূর্ব অরথোডক্স চার্চগুলো এর বিরোধিতা করে।

২৬) **অন্ধকারময় যুগ।** (৬০০-১০০০ খ্রীঃ) শিক্ষার অবনতি। লোকজন শাস্ত্র পড়া ছেড়ে দিয়ে ছিল এবং ধর্মগুরুরা কর্মের দ্বারা পরিত্রাণ এই শিক্ষা দিতে শুরু করেছিল। খ্রীষ্টধর্ম ইউরোপে (একমাত্র মঠগুলি ছাড়া) নিস্তেজ হয়ে গেছিল। কিন্তু এশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছিল।

২৭) **ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ।** ইউরোপীয় যোদ্ধারা মুসলিমদের হাত থেকে পবিত্রভূমি (ইস্রায়েল) ও অন্যান্য ভূমিগুলি পুনরায় উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল।

২৮) **প্রোটেষ্টান্ট নবজাগরণ** (১৫০০ শতাব্দী)। মার্টিন লুথার সহ অন্যান্যরা বাইবেলকে সাধারণ ভাষায় অনুবাদ করলেন, বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ এই শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং রোমীয় পোপদের বিরোধিতা করেছিলেন।

২৯) **সুসমাচার প্রচারের উদয়** (১৬০০-১৯০০) প্রচারকরা লোকদেরকে যীশুকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণের এবং পবিত্র আত্মাকে পরিবর্তণ করতে দেবার সুযোগ দেবার মাধ্যমে নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবার আহ্বান করেছিলেন।

৩০) **বিশ্বাসের পৃথিবীব্যাপী দ্রুত বিস্তার লাভ।** ১৯০০ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় অবধি। মিশনারীরা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশেই খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছেন।

৩১) **যীশুর পুনরাগমনের বিষয় ভবিষ্যৎবাণী,** লুক ২১, প্রকাশিত বাক্য। স্বর্গীয় তূরীধ্বনি হবে। যীশু পৃথিবীতে সন্তাপ প্রেরণ দ্বারা বিদ্রোহকারীদের বিনাশ করবেন, শয়তানকে ধ্বংস করবেন এবং মৃতদেরকে জীবিত করবেন। কাউকে অনন্তজীবন এবং কাউকে বিচারের সিংহাসনের সামনে পাঠাবেন।

এই ঘটনাবলিগুলি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করার মাধ্যমে অনুশীলন।

প্রতীকগুলো এবং ইতিহাসের প্রবাহগুলো স্মরণ করার অনুশীলন করুন, যতক্ষণ না আপনি মন থেকে তালিকাটি আবৃত্তি করতে পারছেন।

আপনি যখন তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনাগুলো স্মরণ করতে পারবেন, তখন নিম্নলিখিত তালিকায় সেই বিষয়গুলোতে টিক্ চিহ্ন দিনঃ

১) সূর্য, চন্দ্র,	৮) প্রস্তর ফলক	১৫) ধ্বংসিতনগর	২২) তরবারী, বাইবেল	২৯) যীশু ও হৃদয়
২) সর্প,	৯) তরবারি	১৬) চাবুক	২৩) স্ক্রোল ও পেন	৩০) গ্লোব
৩) বড় নৌকা	১০) স্ক্রোল, তরবারি	১৭) মাছ	২৪) ভাঙ্গা তরবারী	৩১) তূরী
৪) উচ্চ স্তম্ভ	১১) মুকুট	১৮) ক্রুশ	২৫) বিশপের টুপী	
৫) হাত মিলানো	১২) বড় পাথরের চাঁই	১৯) শূন্য কবর	২৬) অপ্রজ্জ্বলিত মোমবাতি	
৬) পিরামিড	১৩) খন্ডিত মুকুট	২০) শিখা	২৭) অশ্বারিষ্ট সৈন্য	
৭) রক্ত দরজা	১৪) শিকল বা বেড়ী০	২১) বীজ বপন	২৮) খোলা বাইবেল	

Copyright 2003 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net